SDI
সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্

এসডিআই নিউজলেটার

নবম সংখ্যা • সেপ্টেম্বর ২০১৩

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর পরীক্ষায় প্রমাণিত

এসডিআই-এর সামাজিক দায়বদ্ধতার অনন্য উদাহরণ ১০০% বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন

আজকাল ফলমূল পাকাতে ও সংরক্ষণ করতে, মাছ ও দুধের পচন রোধ করতে নানা ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার হচ্ছে। ফলমূল পাকাতে ব্যবহার করা হচ্ছে কার্বাইড এবং পচন রোধে ব্যবহার হচ্ছে ফরমালিন। সবজি, ফলমূল ও দানাদার ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করা হচ্ছে নিষিদ্ধ বালাইনাশকসহ বিভিন্ন কীটনাশক। এসব অস্বাস্থ্যকর ও বিষাক্ত খাদ্যদ্রব্য খেয়ে আমরা ধীরে ধীরে দেহের ভেতর জমা করছি বিষাক্ত পদার্থ এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ক্যান্সারসহ জটিল বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি।

সচেতন নাগরিকগণ এসব খাদ্যদ্রব্যের কুফল বুঝে স্বাস্থ্যকর নিরাপদ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের দিকে ঝুঁকছেন। আর এসব কৃষিপণ্যের চাহিদা লক্ষ্য করে সচেতন কৃষক বিষমুক্ত কৃষিপণ্য, বিশেষ করে সবজি উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। বিষমুক্ত খাদ্য পণ্য উৎপাদনের গুরুত্ব অনুধাবন করে এসডিআই ক্ষতিকর

কীটনাশক মুক্ত সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় এ প্রকল্প এপ্রিল'১২ থেকে সাভারের তেতুঁলঝোড়া ইউনিয়নে বাস্তবায়ন শুরু হয়। তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নে বিষমুক্ত সবজি ক্লাস্টারের সফলতার কারণে দাতা সংস্থা পার্শ্ববর্তী উপজেলা ধামরাই-এ আরও ২টি ক্লাস্টার যথাক্রমে- ১. সোমভাগ বিষমুক্ত সবজি ক্লাস্টার এবং ২. রোয়াইল বিষমুক্ত সবজি ক্লাস্টার সম্প্রসারণ করার জন্যে সহায়তা প্রদানে উৎসাহিত হয়। বর্তমানে সজিনা ক্লাস্টারসহ সাভার উপজেলায় ২টি এবং ধামরাই উপজেলায় ২টি বিষমুক্ত সবজি ক্লাস্টার (শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন) সফলভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় আগ্রহী সবজি চাষীদের সবজি উৎপাদনে জৈব বালাইনাশক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-এর কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কৃষিবিদ ড. সৈয়দ নূরুল আলম, ইস্পাহানি বায়োটেক-এর সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার কৃষিবিদ

পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১

পিকেএসএফ-এর ২৩ বছর পূর্তি ও উন্নয়ন মেলা - ২০১৩

১২-১৭ মে ২০১৩ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পিকেএসএফ-এর ২৩ বছর পূর্তি ও উন্নয়ন মেলা - ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। বরাবরের মত এবারও এসডিআই এ মেলায় ষ্টল দিয়ে অংশগ্রহণ করেছে। ষ্টলে এসডিআই-এর সদস্যদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য রাখা হয়। উল্লেখযোগ্য পণ্যগুলো হল- তৈরি পোশাক (শিশু ও বড়দের), বেড শীট, তামা-কাসা ও মৃৎ শিল্প, শামুক ও ঝিনুক দিয়ে তৈরি বিভিন্ন কুটির শিল্প ও বিষমুক্ত সবজি। তবে এবার এসডিআই-এর স্টলে ক্রেতাদের বিষমুক্ত সবজিতে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিল। ক্রেতারা ষ্টল থেকে বিষমুক্ত সবজি ক্রয় করেন ও আগামীতে বিষমুক্ত সবজি সংগ্রহর উপায় জানতে চান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১

এসডিআই UPP-Ujjibito কম্পোনেন্টের বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থা হিসেবে নির্বাচিত

বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Food Securtity 2012 Bangladesh-UJJIBITO" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত হয়েছে এসডিআই। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি) এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

প্রকল্পের দু'টি কম্পোনেন্ট হল- ১. কাজের বিনিময়ে অর্থ কার্যক্রম এবং ২. দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কাজের বিনিময়ে অর্থ কার্যক্রম এবং পিকেএসএফ দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন চেতনতা বৃদ্ধিমূলক Ultra Poor Programme বা UPP-Ujjibito কম্পোনেন্টটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। কম্পোনেন্টটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল কর্মএলাকায় বসবাসরত প্রায় ৩.২৫ লক্ষ নারী-প্রধান এবং ঝুঁকিপ্রবণ অতিদরিদ্র খানার চরম দারিদ্র্য অবস্থা

পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১

জাপানী দুতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারীর প্রস্তাবিত 'এগ্রিকালচারাল রিসোর্স সেন্টার' সাইট পরিদর্শন

এসডিআই ধামরাই-এর সুতিপাড়ায় একটি বিশেষায়িত 'এগ্রিকালচারাল রিসোর্স সেন্টার' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কৃষকদেরকে আরো দক্ষ করে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষে প্রণীত একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা জাপানী দুতাবাসে জমা দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জাপানী দুতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারী ১২ জুন ২০১৩ খৃ: তারিখে প্রস্তাবিত 'এগ্রিকালচারাল রিসোর্স

সেন্টার' সাইট পরিদর্শন করেন। একই দিন তিনি বিষমুক্ত সবজি চাষীদের একটি

পৃষ্ঠা ৭, কলাম ২

'চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প' ৪র্থ পর্যায়

'চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প' (CDSP-IV) ইফাদ-নেদারল্যান্ড ও বাংলাদেশ সরকারের একটি যৌথ প্রকল্প। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির তিনটি পর্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে। ২০১১ সালের নভেম্বর থেকে প্রকল্পটির ৪র্থ পর্যায় বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়

পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৩

মানবিক বিপর্যয়ে এসডিআই-এর সাড়া

২৪ এপ্রিল ২০১৩ ইং তারিখে ঢাকার অদূরে সাভার বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন ৮তলা বিশিষ্ট ভবন (রানা প্লাজা) ধ্বসে পড়ে। সেখানে অনেক শ্রমজীবি মানুষ কর্মরত থাকায় অনেক আহত ও নিহত হন। এ দুর্ঘটনা কবলিত মানুষের সেবায় এসডিআইকে সম্পৃক্ত করার জন্য ৩য় দিন অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল ২০১৩ খৃ: তারিখে জরুরী ভিত্তিতে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয় টেলিফোন বার্তায় দূর্ঘটনাকবলিতদের উদ্ধারকাজে সহযোগিতা করার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দেশ দেন এবং একটি ত্রাণ কমিটি গঠন করেন। তাৎক্ষণিকভাবে এসডিআই কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও হেমায়েতপুর শাখা হতে কর্মীগণ দুর্ঘটনার স্থানে জেলা প্রশাসনের কন্ট্রোলরুমে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার

সহিত কথা বলে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ভিতরে আটকেপড়া আহতদের জন্য খাবার স্যালাইন সরবরাহ করে। পরে সাভার অধর চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে রানা প্লাজায় আটকে পড়াদের অপেক্ষারত আত্মীয় স্বজনদের (শুকনো খাবার) বিস্কুট, নিরাপদ খাবার পানি বিতরণ করে। এছাড়া উদ্ধার কার্যের জন্যে কিছু হাতুড়ি, বড় কাটার, ব্লেড, টর্চ লাইট এবং এয়ার ফ্রেসনার যোগান দেয়া হয়। এসডিআই থেকে প্রতিদিন ঘটনা স্থলে গিয়ে খোঁজ খবর নেয়া হয়।

সম্প্রতি এসডিআই রানা প্লাজা ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতি নিরূপনে একটি সমীক্ষা কাজ শেষ করছে। পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে পরিচালিত এ সমীক্ষা

পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১

এসডিআই নিউজলেটার

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ এখনো কৃষি প্রধান দেশ। জিডিপিতে আগের তুলনায় কৃষির ভাগ কমে গেলেও এটি এখনো কর্মসংস্থানের বৃহত্তম খাত। খরা, বন্যা ও ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে ব্যাপক ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও কৃষিপণ্য উৎপাদন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কৃষক ও কৃষি মজুরের রক্ত ও ঘামে উৎপন্ন ফসল দেশের খাদ্য নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

খাদ্যশস্য বিশেষ করে ধানের উৎপাদন অবিশ্বাস্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে ১৯৭১ সনে ১ কোটি মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হতো, সেখানে বর্তমানে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হচ্ছে। অথচ এ সময়ে কৃষি জমি কমেছে প্রায় ২০ লক্ষ হেক্টর।

কৃষিপণ্য উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি এবং ১৬ কোটি মানুষের খাবার যোগান দিতে সক্ষম হলেও খোদ কৃষকের আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। এর প্রধান কারণ বিদ্যমান মধ্যস্বত্বভোগী বাজার ব্যবস্থা। মধ্যসত্ত্বভোগী বাজার ব্যবস্থার কারণে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায়না প্রায়শই। দেখা যায় মাঠপর্যায়ে পণ্যের যে দাম থাকে, ভোক্তাপর্যায়ে তা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। প্রায় প্রতি বছর কোন না কোন ফসলের বাজার দর এত নিচে নেমে যায় যে কৃষক তার উৎপাদন খরচও উশুল করতে পারে না। দাম অস্বাভাবিক হারে কমে যাওয়ায় কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য পুড়িয়ে দিয়েছে এমন বহু নজির পাওয়া যাবে। তাই কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি মানে কৃষকের উন্নতি নয়। এটা আজকে সবার নিকট স্পষ্ট।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কৃষক বান্ধব কৃষিনীতি প্রণয়ন ও বাস্তাবায়নের দাবী যেমন উঠেছে, তেমনি কৃষি বিশেষজ্ঞগণ উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদনে পরামর্শ প্রদান করছেন। সচেতন কৃষকগণ উচ্চ মূল্যের ফসল যেমন শাক-সবজি, ফল-মূল, মশলা ইত্যাদি উৎপাদনে অধিক গুরুত্ব প্রদান করছে।

এ সমস্যা উপলব্ধি করে এসডিআই একদিকে কৃষকদের উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদনে আর্থিক ও কলা কৌশলগত সহায়তা প্রদান করছে, অন্যদিকে এসব পণ্যের বাজারজাতকরণেও সহযোগিতা দিচ্ছে। এসব পণ্য সরাসরি চেইন শপিং সেন্টারে বিক্রির উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ফলত: এসডিআই-এর এ উদ্যোগ কৃষকদের লাভবান হবার সুযোগ সৃষ্টি করবে। এসব কৃষি পণ্য উৎপাদনে কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না। ফলে ভোক্তাগণ নিরাপদ শাক-সবজি ক্রয় করতে পারবে।

IFAD-এর প্রকল্প মূল্যায়ন মিশনের এসডিআই-ভ্যালু চেইন প্রকল্প পরিদর্শন

গত ৮ই সেপ্টেম্বর '১৩ তারিখে ইফাদ-এর একটি টিম এসডিআই-এর হেমায়েতপুর, সাভার অঞ্চলে বর্তমানে চলমান প্রকল্পটির কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পিকেএসএফ-এর উর্ধতন কর্মকর্তা ও ইফাদ নিযুক্ত দেশী ও বিদেশী উন্নয়ন গবেষক ও সমীক্ষা বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত টিমটি মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন ।

টিমের সদস্যরা হলেন ড: আলমগীর, আকন্দ রফিকুল ইসলাম, ডিজিএম, ড. নেইল পার্কার, সারাহ হেসল, জুডিথ ডি সূজা, নকুল চন্দ্র বিশ্বাস, সামসুদ্দিন প্রমূখ। ইতিপূর্বে আরো দুইবার ইফাদ-এর প্রতিনিধি, পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্প সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সৌর লণ্ঠন ও সোলার হোম সিস্টেম

বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ প্রচলিত গ্রীড বিদ্যুত সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে চর ও দ্বীপ এলাকার মানুষ সম্পূর্ণরূপে গ্রীড বিদ্যুত বঞ্চিত।

অথচ বৈদ্যুতিক আলোর চাহিদা সার্বজনীন। মানুষের ঐ আকাঙ্খা পূরণে এসডিআই সৌর লণ্ঠন এবং সোলার হোম সিস্টেম প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

এসডিআই এখন পিকেএসএফ-এর LIFT কর্মসূচির অংশীদার

Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT)-এর অংশীদার হয়েছে এসডিআই। চরাঞ্চলে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জমি লীজ/বন্ধক নেয়ার প্রয়োজনে বা এ ধরনের চাহিদা মেটানোর জন্যে পিকেএসএফ-এর এই বিশেষায়িত ঋণ কর্মসূচি। এসডিআই নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর ও চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় দ্বীপ সন্দ্বীপ উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। এ লক্ষে গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ পিকেএসএফ এসডিআই-কে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুরী করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় এসডিআই চরাঞ্চলে ও মূল ভূখন্ডে বসবাসরত অতিদরিদ্র সদস্যদেরকে ঋণ সুবিধা দেবে। অতিদরিদ্র ঋণগ্রহিতাগণ ধান, মরিচ, ডাল, বাদাম, মিষ্টি আলু ইত্যাদি চাষের জন্য উপযুক্ত জমি লীজ গ্রহণের জন্যে LIFT কর্মসূচির আওতাভূক্ত ঋণের অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে।

LIFT ঋণ সহজ শর্তে প্রদান করা হবে। ঋণ পরিশোধের ফেরতকাল ছয় মাস পর থেকে শুরু হবে। ত্রৈমাসিক অর্থাৎ মোট ছয় কিস্তিতে ঋণ গ্রহণের তারিখ থেকে ২ বৎসরের মধ্যে এ ঋণ পরিশোধযোগ্য।

উন্নত ব্যবস্থাপনায় মহিষ পালন প্রকল্প

প্রচলিত পদ্ধতিতে উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করে মহিষ পালনের মাধ্যমে মহিষের স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও মৃত্যুহার কমানো এবং অধিক দুগ্ধ উৎপাদনের দ্বারা কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষে এসডিআই উড়িরচরে মহিষ পালন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এ প্রকল্পের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হল –

ক. কৃষক ও খামারীদেরকে উন্নত ব্যবস্থাপনায় মহিষ পালন প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা,
খ. উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ ও চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে মহিষের মৃত্যুহার হ্রাস করা এবং
গ. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষক ও খামারীদের আয় বৃদ্ধি করা।

বর্তমানে প্রকল্প এলাকার আনুমানিক ৩৫০টি পরিবার মহিষ পালন করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কমপক্ষে ২৫০ জন মহিষ পালককে উন্নত ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেসব বিষয়ে দক্ষ ও সমৃদ্ধ করা হচ্ছে তা হল- মহিষের রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ ব্যবস্থা, সঠিক মাত্রায় সুষম খাদ্য খাওয়ানো, সুষ্ঠ পরিচর্যা ও সঠিক বাসস্থান ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। গত ১ জানুয়ারী ২০১৩ থেকে এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। ৩১ জুন ২০১৩ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে–

১. প্রশিক্ষণ প্রদান - ৫ ব্যাচে ৫০ জন
২. কৃমি মুক্তকরণ ও ভ্যাকসিন ক্যাম্প – ৮টি। ভ্যাকসিন নিয়মিতভাবে যাতে প্রত্যেকটি মহিষ পায় তা নিশ্চিতকরণে একযোগে কাজ চলছে। উল্লেখ্য, সন্দ্বীপে ভ্যাকসিন রাখার জন্যে সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে একটি ফ্রিজ চালানো হয়।
৩. ইস্যুভিত্তিক সভা অনুষ্ঠান – ৩টি

উড়িরচরের মহিষ পালনকারীরা জানায়, মহিষ যখন চরে (৬ মাস) থাকে তখন সেখানে মহিষের জন্য পানির সংকট থাকে। পানি না পাওয়াতে অনেক মহিষ অসুস্থ হয়ে মারাও যায়। এছাড়া মহিষের খাদ্যের অভাব রয়েছে। তারা জানান মহিষের দুধ বিক্রির ক্ষেত্রে তারা মোটেই লাভবান হতে পারছে না। এ সকল বিষয়গুলো নিয়ে এসডিআই চিন্তা করছে। ইতিমধ্যে দাতা সংস্থাকে অবহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের পরবর্তী ধাপে কার্যকর কি ব্যবস্থা নেয়া যায় তা ভেবে দেখা হচ্ছে।

‘হিউম্যানিটারিয়ান ক্যাপাসিটি বিল্ডিং’ প্রকল্পের দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পন

অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল ও এসডিআই-এর মধ্যে হিউম্যানিটারিয়ান ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট শীর্ষক একটি প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যা ২০১২ সাল থেকে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবং ২০১৪ সালে শেষ হবে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে–

* অক্সফাম-এর বাছাইকৃত এনজিও পার্টনারদের দুর্যোগ মোকাবিলায় মানবিক কর্মসূচি পরিকল্পনা, পরিচালনা ও বাস্তবায়নের সার্বিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
* এ প্রকল্পের আশু লক্ষ্য (এসডিআই-এর ক্ষেত্রে)– উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে নোয়াখালী থেকে দক্ষিণে কক্সবাজার উপজেলার টেকনাফ পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলে মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
* এসডিআই-এর কেন্দ্রীয় পর্যায়ের ৬ জন উর্ধতন কর্মকর্তা প্রকল্পের কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে এটি সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রকল্প নয়। এ প্রকল্পের নিজস্ব কোন মানবসম্পদ নেই। সংস্থার কেন্দ্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন উর্ধতন কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এ প্রকল্পের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। ধারাবাহিকভাবে এ প্রকল্প থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এ পর্যন্ত যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, তা হল– ১. Pall Training, ২. Wash Training.

প্রতিটি প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ একটি করে কর্মসূচি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন।

অক্সফাম কর্তৃক নিয়োজিত ২ জন কনসালটেন্ট এসডিআই-এর বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সক্ষমতা, দুর্বলতা পরিমাপক একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন।

জুলাই-১২-এর মধ্যভাগে ঘটে যাওয়া অতিবর্ষণজনিত বন্যা ও ভূমিধ্বসে কক্সবাজার জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মানবিক দুর্যোগ দেখা দেয়। এসডিআই-এর কর্মীগণ একটি অতিদ্রুত প্রাথমিক ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ জরীপে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রকল্পের আওতায় আপদকালীন প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রধানত: নিরাপদ পানি সরবরাহ করার জন্য অগভীর নলকূপ বসানোর সরঞ্জাম, প্লাস্টিক নির্মিত ওয়াটার সীলড ল্যাট্রিন স্লাব ও বিবিধ স্যানিটেশন সামগ্রী সীতাকুন্ডে অবস্থিত এসডিআই-এর দায়িত্বে রক্ষিত ভান্ডারে মজুদ আছে।

অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর দক্ষতা রয়েছে এসডিআই-এর। ২০১১ সালের শেষের দিকে সাতক্ষীরা অঞ্চলে বন্যাকালীন সময়ে এসডিআই-এর অনুরোধ প্রাপ্তির মাত্র ১৮ ঘন্টার মধ্যে সীতাকুন্ড থেকে সাতক্ষীরার তালা উপজেলা এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী পাঠাতে সক্ষম হয়।

এসডিআই ২০১৩-২০১৪ সালের জন্য বাংলাদেশে ইউএনডিপি-এর আপদকালীন কার্যক্রম পরিচালনায় কৌশলগত অংশীদার পূন:নির্বাচিত হয়েছে

এসডিআই পিকেএসএফ’র কৃষি ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের নির্বাচিত সহযোগী সংস্থা

বাংলাদেশে এখনো ৩১.৫% মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। কৃষিখাতে নিয়োজিত আড়াই কোটি শ্রমশক্তির বিশাল অংশ মৌসুমী বেকার থাকে।

বাণিজ্যিকভাবে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন কাজে এই শ্রমশক্তিকে নিয়োজিত করা সম্ভব হলে, কৃষি খাতের মৌসুমী বেকারত্ব কার্যকর ভাবে হ্রাস করা সম্ভব। অর্থাৎ প্রাণিসম্পদ খাত কর্ম-সংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জাতীয় পুষ্টি সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আর্থিক কার্যক্রমের পাশাপশি কারিগরি সহায়তাদানের জন্যে পিকেএসএফ প্রাণিসম্পদ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে। পিকেএসএফ-এর প্রাণিসম্পদ ইউনিটের লক্ষ্য প্রাণিসম্পদ কেন্দ্রীক আয়বর্ধনমূলক অর্থ উপর্জনকারী কর্মকান্ডে ঋণ ও কারিগরি সহযোগিতা (সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে) দ্বারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি।

সারা বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশ অঞ্চল শ্রেণীভূক্তির বিবেচনায় ৩০ সহযোগী সংস্থাকে পিকেএসএফ এ কর্মসূচির অংশীদার নির্বাচন করেছে। *পৃষ্ঠা ৭, কলাম ২*

নির্বাহী পরিচালকের সন্দ্বীপ অঞ্চল পরিদর্শন

এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক সন্দ্বীপ অঞ্চলের এসডিআই-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য গত ৫ এপ্রিল’১৩ সন্দ্বীপ পৌঁছান। এখানে তিনি ৪ দিন অবস্থান করেন এবং বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মীদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। পাশাপাশি সমিতি সদস্যদের সাথে আলোচনা বৈঠক করেন এবং তাদের উৎপাদনমূলক কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

৬ এপ্রিল এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক ‘রি-কল’ ও ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। আঞ্চলিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় তিনি কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দেন ‘রি-কল’ প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে Resilient কমিউনিটি গড়ে তোলা। যে কমিউনিটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলা করে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে এবং উর্দ্ধমূখী উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখতে সক্ষম হবে। তিনি ‘রি-কল’ টিমকে সার্ভিস প্রোভাইডার’দের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে দেবার কাজটি আরো জোরদার করার তাগিদ দেন।

৭ এপ্রিল সকালে তিনি সদর শাখার পরশমনি মহিলা সমিতি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি কর্মীদেরকে সমিতির দুর্বলতাসমূহ ধরিয়ে দিয়ে তা কাটিয়ে উঠার কর্মকৌশল তুলে ধরেন। তিনি প্রত্যেক সদস্যকে আয়মূলক প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে কর্মীদের আরো আন্তরিক হতে নির্দেশ দেন। একই দিন তিনি এসডিআই পরিচালিত ‘এসডিআই-কালাপানিয়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়’ সরকারীকরণের লক্ষে এসডিআই-এর পক্ষ থেকে স্কুলের নামে ৪০ শতাংশ জমি রেজিস্ট্রি করে দেন।

৮ এপ্রিল নির্বাহী পরিচালক ‘রি-কল’ প্রকল্পের চামেলী সিবিও পরিদর্শন করেন। সিবিও-এর একটি আড্ডা দলের বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি আড্ডাদলের এসব কার্যক্রমের ভুয়সী প্রশংসা করেন। একই দিন তিনি এসডিআই পরিচালিত ‘এসডিআই-কালাপানিয়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়’ পরিদর্শন করেন। বিদ্যালয়ের

শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা করেন। সভায় বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যাবলী পর্যালোচনা করা হয়। তিনি জানান যেহেতু বিদ্যালয়টি সরকারীকরণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে, তাই শিক্ষকদের আরো উৎসাহ নিয়ে পাঠদান করতে হবে। পরে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন খেলার সমগ্রী যেমন ফুটবল, হ্যান্ডবল, লাফানি রশি, ক্রিকেট খেলার সামগ্রী বিতরণ করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা এগুলো পেয়ে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করে। বিকেল ৩ ঘটিকায় ‘সমৃদ্ধি’ প্রকল্পের শাখা পরিদর্শন করেন। উক্ত শাখার একটি কেন্দ্রে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান পদ্ধতি ও পাঠ গ্রহণের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন। কেন্দ্রে পাঠদানের সাথে কো-কারিকুলাম বিষয়ে সমান গুরুত্ব প্রদানে তিনি কর্মীদের আহবান জানান। ৯ এপ্রিল তিনি এনামনাহার শাখার বিনিময় মহিলা সমিতি পরিদর্শন করেন। তিনি উপস্থিত সদস্যদের বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ গ্রহণের ধারা পর্যবেক্ষণ করে বলেন, সন্দ্বীপে বহুমূখী মৌসুমী ঋণ বিতরণের সুযোগ রয়েছে। এখানে বছরে দুইবার গরু কেনার জন্য ঋণ দেয়া যেতে পারে।

এসডিআই নিউজলেটার

কীটনাশক মুক্ত সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রকল্প পরিদর্শন

৮ নভেম্বর ২০১২ইং তারিখে 'ইন্টান্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ)'-এর প্রতিনিধিদল পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় এসডিআই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন, রাজধানী ঢাকা থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে সাভার উপজেলার তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নে, "বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন" প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শক দলে ছিলেন Thierry F. MAHIEUX, Micro-Entereprise and Rural Development Specialist, Sarah Hessel, Country Programme & KM Officer Asia and the Pacific Division Programme Management Development, IFAD এবং গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস, উপ-মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ ও কো-অর্ডিনেটর, FEDEC প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের আগে প্রতিনিধি দল এসডিআই-এর হেমায়েতপুর শাখায় আসেন। তাদেরকে স্বাগত: জানান এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক। উপস্থিত ছিলেন কর্মসূচি সমন্বয়কারী মো: কামরুজ্জামান, এসডিআই ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসারসহ হেমায়েতপুর শাখার সকল কর্মীবৃন্দ।

পরিদর্শক দল তিনটি সবজি ক্লাস্টারে গিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগী ১৯ জন চাষীর সাথে কথা বলেন। যেসব চাষী গ্রীষ্ম মৌসুমে চালকুমড়া ও ধুন্দল ক্ষেতে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করেছিলেন তাঁরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল, প্রকল্পের অগ্রগতি এবং উপকারভোগীদের বক্তব্যে প্রতিনিধি দল বিশেষভাবে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

একই এলাকায় পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় এসডিআই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সবজি বাগানের আইলে সজিনা চাষ প্রচলনের মাধ্যমে সবজি চাষীদের আয় বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়েও পরিদর্শক দল তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। পরিদর্শক দল পিকেএসএফ-এর সহায়তায় প্রকল্প দুটি সম্প্রসারিত করার পরামর্শ দেন। Thierry F. MAHIEUX সজিনা চাষের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি ফিলিপাইন, লাউস, ভিয়েতনামে সজিনা চাষের সাফল্যের কথা এসডিআই কর্মকর্তাদের কাছে বর্ণনা করেন এবং সেই আলোকে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরামর্শ দেন। তিনি আরো জানান, উচ্চ প্রযুক্তিগত পণ্যে লুব্রিকেন্ট হিসেবে সজিনা তেলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে যে সম্পর্কে বাংলাদেশ হয়তো অবহিত নয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্যে তিনি ফিলিপাইন, লাউস, ভিয়েতনাম গিয়ে অভিজ্ঞতা নেয়ার পরামর্শ দেন।

কক্সবাজার জেলার বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে এসডিআই

গত জুন ২০১২-এর শেষ সপ্তাহে ২-৩ দিনের প্রবল বর্ষণে কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। প্রবল বর্ষণে পাহাড় ধ্বসে ৪৮ জনের মৃত্যু হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় দশ লক্ষাধিক মানুষ। মাঠের ফসল এবং মাছের খামারগুলো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসডিআই কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলা ও রামু

উপজেলায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ দুটি উপজেলা এ বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতি নিরূপনে অক্সফাম কর্তৃক গঠিত যৌথ এ্যাসেসমেন্ট টিমে এসডিআই-এর দুজন সদস্য দুর্গত এলাকায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। এর ভিত্তিতে এসডিআই তার ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ৮ লাখ টাকার বন্যা পরবর্তী সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

তিন বছর পার করলো 'সমৃদ্ধি' প্রকল্প

শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দ্বারা টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়, প্রয়োজন সমন্বিত উন্নয়ন পিকেএসএফ-এর এই নতুন ভাবনার প্রয়োগ শুরু হয় 'সমৃদ্ধি' প্রকল্পের বাস্তবায়ন দিয়ে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য - বিদ্যমান সম্পদ ও ব্যক্তির ক্ষমতার যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে পারিবারিক উন্নয়ন সাধন। এটি একটি পাইলট প্রকল্প যার যাত্রা শুরু হয় ২০১০ সালে। পিকেএসএফ-এর তিন শতাধিক পার্টনার সংস্থার মধ্য থেকে ১ম ধাপে যোগ্যতর ২১টি এবং ২য় ধাপে ৩৪টি সংস্থাকে পাইলট প্রকল্পের জন্য মনোনীত করা হয় যার মধ্যে এসডিআই অন্যতম।

প্রতিটি সংস্থা তার কর্মএলাকার একটি ইউনিয়নে এই পাইলট প্রকল্প তথা 'সমৃদ্ধি' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসডিআই সন্দ্বীপের সবচেয়ে দুর্গম ও দারিদ্র্যপীড়িত হরিশপুর ইউনিয়নকে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বেছে নিয়েছে।

'সমৃদ্ধি' প্রকল্পের আওতায় হরিশপুর ইউনিয়নে নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যথা-

- স্বাস্থ্য কর্মসূচি
- শিক্ষা কর্মসূচি
- সঞ্চয় কর্মসূচি
- জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- যুব কর্মসংস্থান কর্মসূচি
- সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি

ঢাকায় 'বন্ধু চুলা' বিতরণ কার্যক্রম শুরু

শুধু গ্রামাঞ্চলে নয়, শহরাঞ্চলেও 'বন্ধু চুলা' স্থাপন শুরু করেছে এসডিআই। ইউপিপিআর বন্ধু চুলা প্রকল্পের অংশ হিসেবে ঢাকায় ২০১১ সাল থেকে বন্ধু চুলা স্থাপন কার্যক্রম শুরু করা হয়। জুন ২০১৩ সাল পর্যন্ত ঢাকার মিরপুর ও মহাখালী এলাকায় মোট ২১৭২টি একমুখী চুলা স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে

পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৩

এসডিআই-এ ডিজাস্টার ম্যানেজার পদে আসমা আক্তারের যোগদান

আসমা আক্তার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছেন। ইতিপূর্বে ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাংলাদেশ, অক্সফামসহ বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করেছেন।

বেঞ্চমার্ক ও এসডিআই এর মধ্যে সফটওয়্যার স্থাপন সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষর

এসডিআই-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি আরো নিখুত ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য বেঞ্চমার্ক লিমিটেড ও এসডিআই-এর মধ্যে এমআইএস সফটওয়্যার ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে এসডিআই-এর ঢাকা অঞ্চলের ৭টি শাখাকে এমআইএস সফটওয়্যার-এর আওতায় আনা হচ্ছে। এ যাবত এই ৭টি শাখার ডাটা এন্ট্রি ও পরিশোধনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও পরীক্ষামূলকভাবে এমআইএস রির্পোট প্রণীত হচ্ছে।

পাশাপাশি ত্রুটি নির্ণয় ও মূল্যায়নের কাজ চলছে। আশা করা যায় আগামী জানুয়ারী-২০১৪ সাল নাগাদ উক্ত ৭টি শাখা এই সফটওয়্যার দ্বারা এমআইএস প্রতিবেদন তৈরি করতে সক্ষম হবে।

এসডিআই'র কেন্দ্রীয় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার ভিয়েতনাম সফর

নিজের ও অংশীদারী সংস্থার কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসফ) পরিচালিত 'এক্সপোজার কাম স্টাডী ভিজিট ভিয়েতনাম' কর্মসূচীর আওতায় গত ১১-১৬ জুন ২০১২ এসডিআই-এর কেন্দ্রীয় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মো: অহিদ উল্যাহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কার্যক্রম পরিদর্শনে ভিয়েতনাম যান। এতে পিকেএসএফ-এর ১৫ জন কর্মকর্তা এবং এসডিআইসহ ৬টি পার্টনার সংস্থার ৬ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। আয়োজক প্রতিষ্ঠান ভিয়েতনাম ব্যাংক ফর সোশ্যাল পলিসিস, ভিয়েতনাম।

পরিদর্শনের লক্ষ্য ছিল-

১. ভিবিএসপি-এর উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা অর্জন এবং

২. এদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ভিয়েতনামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় কি পরিবর্তন এনেছে তা সরেজমিনে দেখা বা পর্যবেক্ষণ করা।

তেঁতুলঝোড়ার সবজি চাষীদের দৃষ্টিতে সেক্স ফেরোমেন ফাঁদ বা যাদুর ফাঁদ

রাজধানী ঢাকা থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে সাভার উপজেলার একটি ইউনিয়ন তেঁতুলঝোড়া। এখানকার অধিকাংশ স্থানীয় বাসিন্দার প্রধান জীবিকা কৃষি, বিশেষ করে সবজি চাষ। এসব সবজির প্রধান ভোক্তা রাজধানীবাসী। প্রচলিত পদ্ধতিতে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ফসলের কীটপতঙ্গ দমন করা হয় বলে ভোক্তা নিজের অজান্তেই সবজির সাথে প্রতিনিয়ত গ্রহণ করছেন নানা রকম বিষ। এসব চিন্তা করেই পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় 'এসডিআই' এপ্রিল ২০১২ থেকে তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের ৭টি গ্রামে শুরু করেছে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন প্রকল্প।

এলাকার সবজি চাষীদের একজন মো: আবুল কাশেমের ভাষায় গত বছর জালি (চালকুমড়া) ক্ষেতে সপ্তাহে একবার, কোন সময় দুই সপ্তাহে একবার কইরা বিষ দিছি, তার পরেও শতকরা ১৫-২০ টা জালি পোকায় নষ্ট করতো। ভালা (ভাল) গুলা ১৫ টাকা বেঁচলে নষ্ট গুলা সর্বোচ্চ ৫ টাকা বেঁচা যায়, সময়ে বেঁচাও যায়না। মাছি পোকা দমনে ডিব্বা (সেক্স ফেরোমন ফাঁদ) ব্যবহার করায় শতকরা সর্বোচ্চ ২-৩টি জালি (চালকুমড়া) পোকা খাওয়া বের হইছে। এ বছর স্থানীয় হিসেবে ৫ পাখি (১৩০ শতক) জমিতে মো: আবুল কাশেম চাল কুমড়ার চাষ করেন। তার হিসেবে প্রায় সতেরো হাজার (১৭০০০) চালকুমড়া বিক্রি করেছেন।

বিষ দিয়ে চাষ করলে শতকরা ১৮টি পোকাক্রান্ত হয়। সেই হিসেবে তার উৎপাদিত চালকুমড়ার তিন হাজার ষাট (৩০৬০) টি পোকা আক্রান্ত হবার কথা। কিন্তু সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করায় সর্বোচ্চ পাঁচশতটি (৫০০) চালকুমড়া পোকা আক্রান্ত হয়েছে। ভালটির তুলনায় প্রতিটিতে গড়ে দশ টাকা ক্ষতি হলে বিষ প্রয়োগের পরও ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াতো ত্রিশ হাজার ছয়শত (৩০৬০০) টাকা। আর সেক্স ফেরোমন ফাঁদ প্রয়োগে ক্ষতি হয়েছে মাত্র পাঁচ হাজার (৫০০০) টাকা। অর্থাৎ ফসলে লাভ হয়েছে পঁচিশ হাজার ছয়শত (২৫৬০০) টাকা। আর বিষ প্রয়োগে বিষ ও শ্রমিক বাবদ খরচ হতো প্রতি পাখি (২৬ শতক) কমপক্ষে ১২০০ টাকা, অর্থাৎ ৫ পাখিতে ৬০০০ টাকা। সেক্স ফেরোমন ফাঁদ প্রয়োগে পাখি প্রতি খরচ চারশত চল্লিশ (৪৪০) টাকা অর্থাৎ ৫ পাখিতে খরচ দুই হাজার দুইশত (২২০০) টাকা। অর্থাৎ ৫ পাখি (১৩০শতক) জমিতে চালকুমড়া উৎপাদনে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করায় বিষ প্রয়োগের চেয়ে সব মিলিয়ে লাভ উনত্রিশ হাজার চারশত (২৫৬০০+৩৮০০=২৯৪০০) টাকা । অর্থাৎ প্রতি বিঘা (৩৩শতক) জমিতে বিষমুক্ত উপায়ে চালকুমড়া উৎপাদনে লাভ সাত হাজার চারশত তেষট্টি (৭৪৬৩) টাকা। একই বক্তব্য চালকুমড়া চাষী সানাউল্লাহ, আবুল বাশার, মফিজুদ্দিন, আলী হোসেন, রুপ মিয়া, জাহাঙ্গীর হোসেন, আব্দুল জলিল, দেলোয়ার হোসেন, হাফিজ উদ্দিন প্রমূখের। চাষী সানাউল্লাহ'র ভাষায় "মাছি পোকার হাত থেইক্কা জালি(চালকুমড়া) বাঁচাইতে এই যাদুর বাক্সের কোন তুলনা নাই"। এমন অভিজ্ঞতা ধুন্দল চাষী হযরত আলী, আব্দুল করিম, আবুল কাশেম, মফিজুদ্দিন, আনোয়ার হোসেন, শহিদুল ইসলাম, আব্দুর রহিম প্রমূখের। হযরত আলীর ভাষায় "বিষ দিলেও গাছে ধুন্দল আওয়ার (ধরার) পর থেইক্কা পরথম (প্রথম) একমাস অর্ধেক ধুন্দল গাই দেয়া (মাছি আক্রান্ত) বের হয়, পরের দিকে কইমা (কমে) যায়, তারপরও সিকি ভাগ (চার ভাগের এক ভাগ) ধুন্দল পোকায় নষ্ট করে, নষ্ট ধুন্দল বেচন (বিক্রি)সম্ভব হয়না। হযরত আলী সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন এভাবে, "বিষ দেওয়ার পরেও পরথম (প্রথম) দিকে ৪০সের ধুন্দল উঠাইলে যেইহানে (যেখানে) ১৫-২০ সের পোকায় নষ্ট করতো সেইহানে (সেখানে) এইবার (এবার) পোকায় নষ্ট বের হইছে বড়জোর (সর্বোচ্চ) ২-৩ সের, আর শেষ দিকে পোকা আছিলই (ছিল) না"। হযরত আলীর এই হিসাব থেকে দেখা যায় ধুন্দল ক্ষেতে মাছি পোকা দমনে বিষ ব্যবহার না করে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করলে বিঘা প্রতি (৩৩ শতক) কমপক্ষে সাতহাজার (৭০০০) টাকা বেশী আয় হয় আবার সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা চাষী আব্দুল করিম ব্যক্ত করেন এভাবে "ধুন্দলের মাছি পোকা বিষে যায়না, বিষ দেওন (দেয়া) লস (লাভ নাই), তার চাইতে পোকায় খাইয়া যা থাহে (থাকে) এতদিন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতাম, এহন (এখন) যে ডিব্বা (সেক্স ফেরোমন ফাঁদ) পাইছি, এইডা আসলেই কামের (উপকারী) এইডা বেবাকেই (সকলেই) ব্যবহার করবো"।

মাছি পোকার হাত থেইক্কা জালি (চালকুমড়া) বাঁচাইতে এই যাদুর বাক্সের কোন তুলনা নাই

চাষী সানাউল্লাহ

এসডিআই তার ঋণ কর্মসূচি সহোযোগীদের জন্য 'হাসপাতাল বীমা কর্মসূচি' চালু করেছে

এসডিআই তার তৃণমুল পর্যায়ের সদস্যগণের জন্য এ বীমা সেবা প্রবর্তন করেছে পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে।

প্রাথমিকভাবে ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলায় সুয়াপুর শাখা ও চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার হরিশপুর ইউনিয়নে 'সম্মৃদ্ধি' প্রকল্পে এ বীমা চালু হবে। এসডিআই-এর তৃণমুল পর্যায়ের ৫ জন সদস্যের একটি পরিবারের জন্য ১ বৎসর মেয়াদকালীন এ বীমার অফেরতযোগ্য প্রিমিয়াম-এর পরিমাণ ৫০০ টাকা। ৫ এর অতিরিক্ত সদস্যের ক্ষেত্রে আরো ১০০ টাকা বাৎসরিক বীমা ফী দিয়ে এই সুবিধা নেয়া যাবে। এই বীমা সুবিধাগ্রহণকারী পরিবারের বীমাকৃত সদস্যগণ অসুস্থতাজনিত কারণে এক দিনের বেশী হাসপাতালে থাকতে বাধ্য হলে প্রথম দিন বাদ দিয়ে দ্বিতীয় দিন হতে পরবর্তী সর্বোচ্চ ৩০ দিন পর্যন্ত বীমাকৃত প্রতিজন দৈনিক ৪০০ টাকা হারে বীমা সুবিধা পাবেন।

এসডিআই-এর কেন্দ্রীয় অফিসের জন্য ৭০০০ বর্গ ফুট ফ্লোর স্পেস ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

একনজরে ২০১২-১৩ অর্থ বছেরের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এসডিআই-এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সন্তোষজনক অগ্রগতি ঘটেছে। এ সময় মোট সদস্য সংখ্যা হয়েছে ৭৮৮৯৬ জন। এসময় ঋণী সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১৮৫২ জন। গড়ে প্রতি সদস্য সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে ৩৭৮৬ টাকা যা গত বছরের তুলনায় ২১.৩৭% বেশি। গত বছরের তুলনায় ১৯৯.৫৮% বেড়ে গড়ে ঋণী পিছু ঋণস্থিতি হয়েছে ১৯৯৫৮ টাকা। মোট ঋণস্থিতির পরিমাণ ৮৮ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে ২৯ কোটি ৮৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। মোট ঋণস্থিতির ৩৩.৭২% সদস্য সঞ্চয় থেকে যোগান দেয়া সম্ভব হয়েছে। চলতি বছরে নির্ধারিত সময়ে আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে প্রকৃত আদায় হয়েছে ৯৯.৭৫%।

এখানে উল্লেখ্য এসডিআই-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে ২০১২-১৩ অর্থ বছর শেষে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায়ের হার হয়েছে ৯৯.৮৫%। এসডিআই বর্তমানে তার নিজস্ব তহবিল থেকে মোট ঋণ চাহিদার ৩০% যোগান দিতে সক্ষম। বর্তমানে প্রতি ১০০ টাকা ঋণ প্রদানে সর্বমোট ৯.৭৪১ টাকা ব্যয় হচ্ছে। নিচের সারণীতে গত ৩ অর্থ বৎসরের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কার্যকারিতা পরিমাপক সূচকগুলো সন্নিবেশিত হলো:

Micro Credit Performance of SDI

No of Branch (As on June;13) : 51

	Particulars	2009 -10	2010- 11	2011 - 12	2012-13
1	Total Member savings(Tk. crore)	16	20	24	30
2	Total Loan outstanding(Tk. crore)	50	65	73	89
3	Poerating Expenses(Tk. crore)	9.4	11.1	13.1	13.0
4	Administrative Expenses (Tk. crore)	6.4	8.2	9.3	12.4
5	Financial Expenses(Tk. crore)	2.2	2.1	2.5	3.1
6	Total Borrower	52.7	60.5	61.0	61.9
7	Total Member	63.8	72.4	75.6	78.9
8	Loanee Coverage(%)	83	84	81	78
9	Average Portfolio per Borrower (Tk. Thousand)	9.6	10.7	11.9	14.3
10	% of average Portfolio Increase per borrower	2%	1%	1%	20%
11	Average Savings per member(Tk. Thousand)	2.4	2.8	3.1	3.8
12	Average Savings Increase per member (%)	20.07	16.05	10.21	21.37
13	Savings & Loan Portfolio Ratio (%)	30.83	31.62	32.44	33.72
14	Landing cost (Tk. Per 100 credit)	10.66	9.373	10.183	9.741
15	Surplus as a % of Total Income	6.7	14.4	15.3	17.3
16	Capital Adequacy Ratio	7.1	8.4	10.3	12.2
17	Rate of Return of Capital	17.37	16.24	17.15	13.3
18	Debt to Capital Ratio	14.29	11.18	7.95	7.2
19	On time Realisation Ratio (OTR)	98.9	99.37	99.43	99.75
20	Cumulative Recovery Ratio (CRR)	99.15	99.21	99.35	99.58
21	Port folio at Risk (PAR)	6.62	5.58	5.56	2.68
22	Deliequency Ratio	4.98	4.88	5.3	2.53
23	Operational Self sufficiency (Ratio)	117.3	125.04	130.26	145.83
24	Financial Self sufficiency (Ratio)	107.22	116.85	118.1	122.3
25	Member Increase (%)	17.53	13.45	4.44	4.41
26	Borrower Increase (%)	12.17	14.82	0.81	1.39
27	Average Portfolio Increase per borrower (%)	21.93	11.83	11.21	199.58
28	Average Savings Increase per member (%)	20.07	16.05	10.21	230.7
29	Savings & Loan Portfolio Ratio	30.83	31.62	32.44	33.72

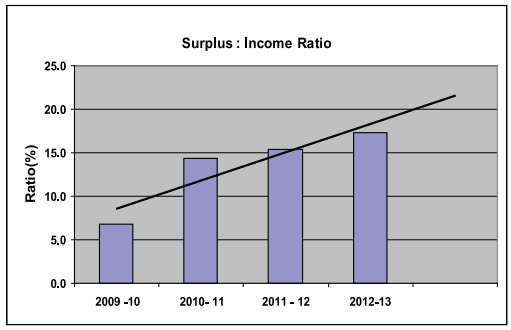

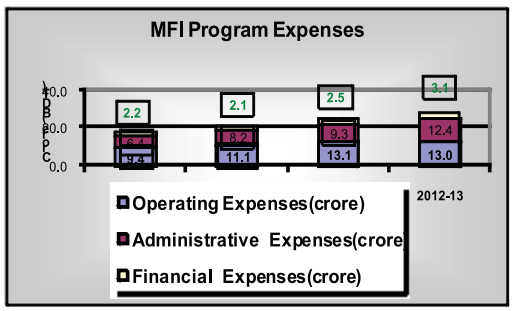

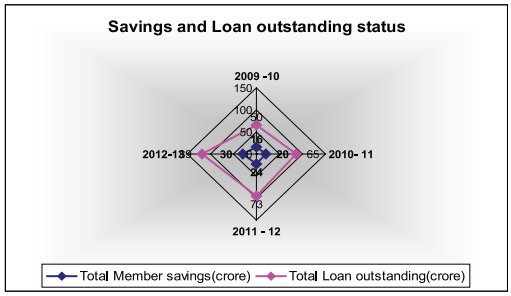

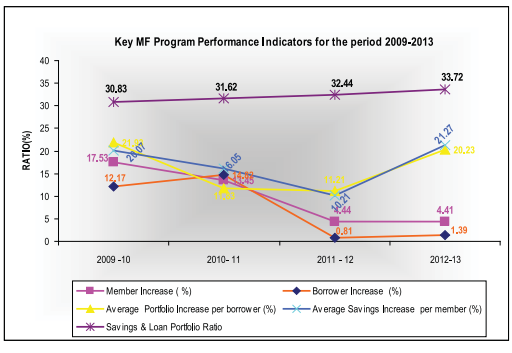

এসডিআই-এর ১০০% বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন

১ম পাতার পর

ইব্রাহিম খলিল এবং সাভার উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রইসউদ্দিন ভূঁইয়া শাহীন ও ধামরাই উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ এম.এম.এ. সালাম।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চাষীদের মধ্যে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিতরণ করা হয়। এই সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পূর্বের বছরে বিষ দিয়ে যে সবজি উৎপাদন হয়েছিল তার চেয়ে ২০-২৫% বেশি বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন হয়েছে।

এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে গাজীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার জন্যে নমুনা প্রেরণ করা হয়। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর ল্যাবরেটরী পরীক্ষা শেষে এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেছে যে এসব জমির ফসল বিষমুক্ত, এগুলোতে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়নি।

সাভার ও ধামরাই উপজেলায় বিষমুক্ত সবজি চাষে সাফল্য ও কৃষকদের আগ্রহে এসডিআই অনুপ্রাণিত এবং দাতা সংস্থা পিকেএসএফও সন্তুষ্ট। তাই এসডিআই বিষমুক্ত সবজি চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে। নিচের সারণীতে বর্তমানে বাস্তবায়িত বিভিন্ন ক্লাস্টারে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনের চিত্র তুলে ধরা হল।

ক. শীতকালীন সবজি

ক্লাস্টারের নাম	চাষী সংখ্যা	জমির পরিমাণ	সবজির নাম
তেঁতুলঝোড়া, হেমায়েতপুর	৭৬	৭৫ বিঘা	লাউ, টমেটো, শসা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, বেগুন, করলা, শিম, ওলকপি, ব্রোকলি ও মিষ্টি কুমড়া।

খ. গ্রীষ্মকালীন সবজি

ক্লাস্টারের নাম	চাষী সংখ্যা	জমি/ উৎপাদন পরিমাণ	সবজির নাম
তেঁতুলঝোড়া, হেমায়েতপুর	৫৪	৬২ বিঘা	চালকুমড়া, শসা, চিচিঙ্গা, ঝিংগা, ধুন্দল, বেগুন, করলা, পটল ও মিষ্টি কুমড়া।
তেঁতুলঝোড়া, হেমায়েতপুর (সজিনা প্রকল্প)	২৫০ জন	৪১৭৮ টি গাছ	সজিনা
সোমভাগ, ধামরাই	৮৪	১৫৩ বিঘা	চালকুমড়া, শসা, চিচিঙ্গা, ধুন্দল, করলা ও পটল
রোয়াইল, ধামরাই	৪৭	৯১ বিঘা	মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, করলা।

বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণের এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন

১ম পাতার পর

বাস্তবায়নের জন্য এসডিআইসহ মোট ৪টি সংস্থাকে পার্টনার করা হয়েছে। প্রকল্পটির এসডিআই-এর অংশ সন্দ্বীপ উপজেলার উড়িরচর ইউনিয়ন এবং সুর্বণচর উপজেলার চরক্লার্ক, মোহাম্মদপুর ও চান্দি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমগুলো হলো–

- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
- পানি ও পয়:নিষ্কাশন
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন
- আইন ও মানবিক অধিকার
- কৃষি ও ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট

ভূমিহীন কৃষকদের ঘাস জমি বরাদ্দ কর্মসূচি এসডিআই-এর সহজ ঋণ সেবা কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

ঢাকায় 'বন্ধু চুলা' বিতরণ

৪-এর পাতার পর

মিরপুর এলাকায় ১০০০টি, ভাষানটেক এলাকায় ৮৩৬টি এবং মহাখালী এরাকায় ২১৬টি চুলা স্থাপন করা হয়েছে। গ্যাস বঞ্চিত দরিদ্র বস্তিবাসীরা এসব চুলা ব্যবহার করছেন। প্রসঙ্গত: প্রচলিত চুলা যেমন অস্বাস্থ্যকর, তেমনি এতে অগ্নিকান্ড ঘটার ঝুঁকি রয়েছে যা বন্ধুচুলাতে নেই। শুধু তাই নয়, বন্ধু চুলা সাশ্রয়ী হওয়াতে অনেকে অবৈধ হিটার ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে। তাতে বহুলাংশে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়েছে এবং বন্ধু চুলা ব্যবহারের ফলে কার্বন নির্গমন কম হচ্ছে।

কৃষি ঋণ কর্মসূচী

গত কয়েক বছর ধরে বর্গাচাষী এবং প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকদের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নের লক্ষে কৃষিঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে এসডিআই। চলতি বছর এ খাতে তিন কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হবে। ধান আবাদে জনপ্রতি সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ১০ হাজার টাকা।

এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য : ১. আধুনিক কৃষি কলা কৌশলে অভিজ্ঞ করার লক্ষে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী পর্যায়ের কৃষক ও বর্গাচাষীদের যথাযথভাবে সংগঠিত করা। ২. কৃষির বিকাশে একটি ফলপ্রসু কৃষক বান্ধব সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা। ৩. প্রয়োজন ও সময়োপযোগী মৌসুমী ঋণ প্রদান, আদায় ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা। ৪. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুস্থ বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, ভূমির উর্বরতা রক্ষা এবং বাজারজাতকরণে কৃষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করা। উল্লেখ্য উন্নত ও সুস্থ বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে এসডিআই ইতোমধ্যে ন্যাশনাল সীড বোর্ড, মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার থেকে রেজিস্ট্রেশন লাভ করেছে।

মানবিক বিপর্যয়ে সাড়া

১ম পৃষ্ঠার পর

থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যে কিছু কর্মসূচি হাতে নেয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সমীক্ষায় এসডিআই-এর কর্মএলাকার মোট ৩৪ জন নিহত পরিবারের খোঁজ পাওয়া গেছে - যেখানে শুধু সন্দ্বীপ উপজেলায় ১৪ জন নিহত হয়েছে।

এসডিআই UPP-Ujjibito

১ম পৃষ্ঠার পর

টেকসইভাবে নিরসন করা। এ লক্ষ্য অর্জনে এ সকল খানার পুষ্টি নিরাপত্তা, খাদ্য-বহির্ভূত ক্রয় ক্ষমতা, সম্পদ ভিত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে সহায়তা করা হবে যা অক্টোবর ২০১৩ থেকে বাস্তবায়ন শুরু হবে।

UPP-Ujjibito কম্পোনেন্টটি বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের সকল ইউনিয়নে এবং চট্টগ্রাম বিভাগের লক্ষীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার উপকূলবর্তী উপজেলাসমূহের সকল ইউনিয়নে অর্থাৎ সর্বমোট ১,৭২৪টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হবে। পিকেএসএফ ৩৮টি সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে প্রকল্পের UPP-Ujjibito কম্পোনেন্টটি বাস্তবায়ন করবে। এসডিআই চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ৫টি উপজেলায় ১৪টি শাখায় এ প্রকল্প বাস্তবায়িত করবে।

পিকেএসএফ-এর ২৩ বছর পূর্তি

১ম পাতার পর

সম্মানিত পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: আবদুল করিম (সাবেক মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়) ষ্টল পরিদর্শন করেন। ষ্টলে বিশেষ করে বিষমুক্ত সবজি বিপণন তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ষ্টল নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মো: কামরুজ্জামানের নের্তৃত্বে ৭ সদস্যের একটি টীম।

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের নির্বাচিত সহযোগী সংস্থা

৩-এর পাতার পর

এসডিআই পাইলট আকারে ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলায় সূয়াপুর শাখার মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

কৃষি ইউনিটের কার্যক্রম : দেশের মোট আবাদী জমির ৮৭.৭৬% নিয়ন্ত্রণ করে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক, যারা সরাসরি কৃষিকাজে জড়িত। Microfinance for Marginal and Small Farms Project (MFMSFP) প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে নিয়মিত ও মৌসুমী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কৃষি প্রকল্পের মৌলিক লক্ষ্য হল- কৃষি পণ্যের ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদন সহায়ক উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার প্রাপ্তিতে সহায়তা করা। এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ ছাড়াও লীফ কালার চার্ট, গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র, পানি সাশ্রয়ী জল সেচের জন্য পোরাস পাইপ প্রযুক্তি, জৈব পদ্ধতিতে পোকামাকড় দমনের জন্য ফেরোমন ফাঁদ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। সংস্থা কৃষি ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রীধারী সার্বক্ষণিক কর্মী নিয়োগ করেছে যারা কৃষকদের মধ্যে আধুনিক পরিবেশবান্ধব জৈব প্রযুক্তি জ্ঞান সম্প্রসারণ করছে। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক সেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মীদের সাথে কৃষকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া হয়েছে।

জাপানী সেকেন্ড সেক্রেটারী

১ম পাতার পর

দলের সাথে আলোচনা বৈঠকে অংশ নেন। পরে তিনি এসডিআই-এর উদ্যোগে পরিচালিত ধামরাই-এর সোমভাগ ইউনিয়নের ফকুটিয়া গ্রামে চাষকৃত বিষমুক্ত সবজি ক্ষেত পরিদর্শন করেন।

রি-কল প্রজেক্ট : সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

৮-এর পাতার পর

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী) বিকাশ ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উদ্যোগ শক্তিশালী হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী : সন্দীপ উপজেলার মুসাপুর,রহমতপুর, হরিশপুর ও কালাপানিয়া ইউনিয়নের ১৩টি ওয়ার্ডের ৮৫১৬টি বসতবাটির ২৫৭৭১ জন নারী ও পুরুষ এ প্রকল্পের সম্পৃক্ত জনগণ ।

রি-কল প্রজেক্ট-এর উল্লেখ্যযোগ্য কাজ :

- একটি কমিউনিটির সকল শ্রেণী পেশার লোকের অংশগ্রহণে সিবিও গঠন।
- গ্রামভিত্তিক PCVA করে বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী এবং তা বাস্তবায়ন, ফলোআপ, মনিটরিং।
- সিবিও ভিত্তিক মার্কেট এক্সটেন্শন প্ল্যান করা।
- সদস্যদেরকে সোনালী ও ফাউমি জাতের মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান পরবর্তী ১৮০ জনের প্রত্যেককে ২০টি করে মুরগী ও মুরগীর ঘর তৈরী ও খাদ্য ক্রয়ের সহায়তা প্রদান করার ফলে তারা মুরগী পালন করে লাভবান হচ্ছেন এবং তাদের দেখে পার্শ্ববর্তী আরও ৪০ জন সদস্য উদ্বুদ্ধ হয়ে মুরগী পালন শুরু করেছেন।
- ১৩টি সিবিওতে ১৩টি ফুডব্যাংক শুরু হয়েছে। ফুডব্যাংক সদস্যরা আপদকালীন সময়ে যাতে খাদ্যের ঘাটতি মোকাবিলা করতে পারেন সেজন্য প্রতি মাসে প্রতি জনে ৫০০গ্রাম থেকে ১কেজি পর্যন্ত চাউল জমা করেন। ফুড ব্যাংকের মোট ৫৫২ জন সদস্য এপর্যন্ত মোট ১৩৯৩৯ কেজি চাউল জমা করে ১৩৩৩৪ কেজি চাউল বিক্রি করেছেন। বর্তমানে ৬০৫ কেজি চাউল ফুড ব্যাংকে জমা রয়েছে, ব্যাংকে জমা রয়েছে ৩২৬৫১৬/- টাকা এবং নগদ ক্যাশ রয়েছে ৪৪৫৬৮১ টাকা। ফুড ব্যাংক-এর মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে বিকল্প সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে উঠেছে।
- রি-কল প্রজেক্ট এর মাধ্যমে বিকল্প আয়ের উৎস্য হিসেবে গাভী/গবাদি পশু পালনে ঘাস চাষের জন্য সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছেন। ৬ জন কৃষক বানিজ্যিকভাবে পারা জাতের ঘাস চাষ শুরু করেছেন।
- রি-কল প্রজেক্ট স্টাফদের কাজের মূল কৌশল হচ্ছে সিবিও সদস্যদেরকে তাদের কাজে ফ্যাসিলিটেট করা, কোন সার্ভিস নিজে থেকে ডেলিভারী না করা এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের জন্য সদস্যদের পক্ষে অনুঘটকের কাজ করা।

SDI
সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্

এসডিআই নিউজলেটার

নবম সংখ্যা • সেপ্টেম্বর ২০১৩

মৌসুমী ঋণ ও গাছের চারা বিতরণ

ওরিয়েন্টেশন এবং র‍্যালী অনুষ্ঠিত

১৭ মে ২০১৩ ধামরাই ভালুম আতাউর রহমান স্কুল ও কলেজ অডিটরিয়ামে এসডিআই কর্তৃক আয়োজিত গরু মোটাতাজাকরণ ওরিয়েন্টেশন, মৌসুমী ঋণ ও গাছের চারা বিতরণ উপলক্ষে র‍্যালী-২০১৩ এর আয়োজন করা হয়। উক্ত র‍্যালীতে সভাপতিত্ব করেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য বেনজীর আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: আবুল হোসেন, ভালুম আতাউর রহমান স্কুল ও কলেজ-এর অধ্যক্ষ অধ্যাপক এম এ জলিল, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: লুৎফর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন এসডিআই-এর প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মো: কামরুজ্জামান, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, ধামরাই উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, এসডিআই-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রমুখ।

আগের তুলনায় এসডিআই আরও বৃহৎ পরিসরে পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহযোগিতায় গরু মোটাতাজাকরণের উপর ঋণ বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে ধামরাই অঞ্চলের ৪টি শাখায় ৪০০ জন নারী সদস্যদের মাঝে এক কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। এসব সদস্য ঋণের টাকা দিয়ে গরু ক্রয় করে ঈদুল আজহা পর্যন্ত লালন-পালন করে মোটাতাজা করে এবং তা বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়।

গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এসডিআই-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পথে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে বলে মাননীয় সংসদ সদস্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং গাছের চারা বিতরণের জন্যে তিনি এসডিআই-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠান শেষে সদস্যদের মাঝে গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: লুৎফর রহমান।

অনুষ্ঠানে ১টি ফল, ১টি কাঠ ও ১টি ঔষধি গাছের চারা প্রত্যেক সদস্যকে প্রদান করা হয়। অতিথি ও সদস্যগণ সমন্বিত একটি র‍্যালী কলেজ হতে বাজার পর্যন্ত যায়। কর্মশালা কেন্দ্রের সামনে বিষমুক্ত সবজির মেলা বসে। অতিথি ও সদস্যগণ মেলা থেকে বিষমুক্ত সবজি ক্রয় করেন। এমপি মহোদয় বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন একটি মহতি ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি এটি নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের একটি বিরাট সাফল্য বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

এসডিআই সভাপতি জাবি ডীন নির্বাচিত

প্রফেসর ড. মো: আবুল হোসেন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান অনুষদের ডীন নির্বাচিত হওয়ায় এসডিআই-এর তৃণমূল পর্যায়ের অংশীদার, সকল কর্মকর্তা ও কর্মী এবং সাধারণ ও নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন। আমরা তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

উপ-নির্বাহী পরিচালকের মাঠ পরিদর্শন

এসডিআই-এর উপ-নির্বাহী পরিচালক মো: আবু বকর সিদ্দিক এবং কেন্দ্রীয় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মো: অহিদ উল্যাহ গত ২২-২৪ মে, ২০১২ এসডিআই সিডিএসপি-৪ প্রকল্প এবং এসডিআই নোয়াখালী অঞ্চল পরিদর্শন করেন। ২২ মে ২০১২ তিনি এসডিআই মাইজদী সদর শাখা কর্তৃক আয়োজিত দলীয় সদস্যদের গরু মোটাতাজাকরণের উপর ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করেন এবং উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে প্রত্যেককে ২টি করে গাছের চারা বিতরণ করেন।

রি-কল প্রজেক্ট [Resilience through Economic Empowerment, Climate Adaptation, Leadership and Learning (REE-CALL)], সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, জলবায়ু অভিযোজন, নেতৃত্ব এবং শিক্ষণের মাধ্যমে সহনশীল কমিউনিটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এসডিআই, অক্সফাম-এর আর্থিক সহায়তায় ২০১০ সালের জুলাই মাস থেকে সন্দ্বীপের চারটি ইউনিয়নের ১৩টি ওয়ার্ডে রি-কল প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করে আসছে। ২১ মাসের পাইলট ফেজ সফলভাবে সমাপ্ত করার পর এপ্রিল ২০১২ তারিখ থেকে ৩ বছর মেয়াদী প্রকল্প শুরু হয়েছে যা মার্চ ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে।

প্রকল্পের লক্ষ্য : জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকিগ্রস্থ বাংলাদেশের বেশীরভাগ নারী ও পুরুষ দুর্যোগে দুর্বল না হয়ে তা কাটিয়ে উঠে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখবে (Women and Men most at risk of disaster and climate change in Bangladesh are able to thrive inspite of shocks and change)।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ■ বাংলাদেশের ৩টি কৃষি-বাস্তুসংস্থান অঞ্চলে কমিউনিটির অনুকরণীয় মডেল তৈরী এবং শহর ব্যবস্থার সাথে তার যোগাযোগ স্থাপন করা। ■ জলবায়ুর পরিবর্তিত অবস্থায় অভীষ্ট জনগোষ্ঠী যেন তাদের জীবিকায়নের উন্নতি এবং শক্তিশালী করতে পারে। ■ সম্পদ, সেবা ও স্থানীয় সুযোগসমূহে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্টার জন্য কমিউনিটি বিশেষত: নারী নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধন।

প্রকল্পের অভীষ্ট লক্ষ্য ও অর্জন :

ক. সিবিও এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে পারে এবং তদনুযায়ী উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

খ. সেবাসমূহে এবং প্রকৃতিক সম্পদে অভিগম্যতা বাড়ানোর মাধ্যমে এবং বাজারের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের জন্য স্থায়িত্বশীল আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে।

গ. কৃষি, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন খাপখাওয়ানো এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের পলিসি ও নীতি কাঠামোর কার্যকর ও দরিদ্রবান্ধব করে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

ঘ. প্রান্তিক জনগোষ্ঠি ও নারীর নেতৃত্বের (ক্ষমতার কেন্দ্রে নারী ও পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৩

সম্পাদনা পরিষদ : সামছুল হক, এবি সিদ্দিক, হাবিবুর রহমান, আনোয়ারুল আজিম; **যোগাযোগ :** বাড়ী ৪/এ (৩য় তলা), ব্লক-সি, শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৯১২২২১০, ৮৮০-২-৯৩৮৬৩৬; ফ্যাক্স: 880 2 9145381; ই-মেইল: sdi.hoffice@gmail.com, sdi@sdi.org.bd; ওয়েবসাইট: www.sdi.org.bd